কুষ্টিয়ায় কৃতি শিক্ষার্থীদের আইজিপি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে এসএসসি ও এইচএসসি-২০২৬ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে আইজিপি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২০ মে) দুপুর ১২টায় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, পিপিএম (বার)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “আজকের এই মেধাবৃত্তি শিক্ষার্থীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে। দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হলে তবেই মা-বাবার ত্যাগ ও পরিশ্রম সফল হবে। শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো ফলাফল করলেই হবে না, দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।”

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট, সনদপত্র ও নগদ অর্থ তুলে দেন অতিথিরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপার ও সভাপতি (বিআরপিওডব্লিউএ) কুষ্টিয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মওলা বকস, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপার ও সেক্রেটারি (বিআরপিওডব্লিউএ) কুষ্টিয়া মো. শহিদুল্লাহ, পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. নাজমুল আরেফিন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ

নেওয়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এ ধরনের উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টায় বিএসটিআই আঞ্চলিক কার্যালয়, কুষ্টিয়ার উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মান সংস্থা বিএসটিআই’র উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে “বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০২৬”। এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “Metrology: Building Trust in Policy Making”, যার বাংলা প্রতিপাদ্য “নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় আস্থা নির্মাণে মেট্রোলজি”।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসটিআই আঞ্চলিক কার্যালয়, কুষ্টিয়ার উপপরিচালক (রসায়ন) ও অফিস প্রধান প্রদীপ কুমার মালো।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শিকদার মো. হাসান ইমাম, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মাসুম আলী, বিসিক কুষ্টিয়ার ডিজিএম আশানুজ্জামান মুকুল, চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও সুধীজন।

বক্তারা বলেন, আধুনিক বিশ্বে সঠিক পরিমাপ ব্যবস্থা বা মেট্রোলজি শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি ও নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নির্ভুল মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতের মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার রক্ষা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেট্রোলজির অবদান অপরিসীম।

তারা আরও বলেন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিএসটিআই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

বক্তারা বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের প্রতিপাদ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় আস্থা তৈরি করতে নির্ভুল তথ্য ও মানসম্মত পরিমাপ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র গঠনে মেট্রোলজির কার্যকর প্রয়োগ সময়ের দাবি।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৩৬ কোটির উন্নয়ন প্রকল্প এখন ‘মৃত্যুফাঁদ’

জলাবদ্ধতা নিরসন আর নাগরিক সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভায় শুরু হয়েছিল ৩৬ কোটি টাকার ড্রেন ও সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। তবে কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি এবং দুর্বল তদারকির কারণে সেই উন্নয়ন প্রকল্পই এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আতঙ্কের অন্য নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখা খোঁড়া ড্রেন, ভাঙা সড়ক আর কোনো ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই চলমান নির্মাণকাজের কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

গত সোমবার এমনই এক অরক্ষিত নির্মাণাধীন ড্রেনে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে ইফাদ নামের ছয় বছরের এক শিশু। এই মৃত্যুর পর প্রকল্পটিকে এখন স্থানীয়রা ‘মৃত্যুফাঁদ’ হিসেবে অভিহিত করছেন।

পৌর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আইইউজিআইপি প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ধাপে ধাপে এসব ড্রেন ও সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্প চলমান থাকলেও অধিকাংশ কাজই নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। কয়েক দফা মেয়াদ বাড়িয়েও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

তন্মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আইনজীবী কাজলের বাড়ি থেকে মাথাভাঙা মন্দির এবং হারুন মিয়ার বাড়ি থেকে গড়াই নদী পর্যন্ত ১ হাজার ৬৭ মিটার ড্রেন নির্মাণের কাজ পায় ঢাকার মেসার্স নূর কনস্ট্রাকশন। প্রায় ৩ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটি গত ২৫ মার্চের মধ্যে শেষ হওয়ার চুক্তি থাকলেও এখন পর্যন্ত এর কাজের অগ্রগতি মাত্র ৪ শতাংশ।

অন্যদিকে ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে আরও দুটি ড্রেন এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় দেড় কোটি টাকার সড়ক নির্মাণকাজ এখনো শুরুই করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। পাশাপাশি এমএন স্কুল থেকে পাবলিক লাইব্রেরি পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজও ৬০ শতাংশে এসে আটকে আছে।

সরেজমিনে এমএন পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, জনবহুল রাস্তার পাশে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে। কোথাও বিপজ্জনকভাবে রড বের হয়ে আছে, আবার কোথাও জমে আছে নোংরা পানি। এত বড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজের চারপাশে নেই কোনো সুরক্ষা বেষ্টনী বা সতর্কতামূলক চিহ্ন।

নিহত শিশু ইফাদের মামা স্বাধীন হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সময়ে কাজ শেষ হলে কিংবা ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে এই অকাল মৃত্যু হতো না। এই মৃত্যুর দায় ঠিকাদার ও পৌর কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের অভিযোগ, ড্রেনের নামে যত্রতত্র রাস্তা কেটে রাখায় প্রতিনিয়ত যানবাহন উল্টে মানুষ আহত হচ্ছে। ভেকু দিয়ে নালা কাটার কারণে ভেঙে পড়ছে অনেকের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট। প্রতিবাদ করলে উল্টো ঠিকাদারের লোকজনের ধমক শুনতে হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত এক বাসিন্দা ইতোমধ্যে এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ পেয়েছিল মাদারীপুরের কিংডম বিল্ডার্স ও নূরজাহান রিসোর্স ইন্টারন্যাশনাল (জেভি)।

স্থানীয়দের দাবি, এই ঠিকাদার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ায় ক্ষমতার জোরে কাজ ফেলে রাখেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তারা এলাকা ছাড়লে স্থানীয় এক ঠিকাদার কাজের দায়িত্ব নেন। তবে কয়েক দফা মেয়াদ বাড়িয়েও কাজ শেষ হয়নি। বর্তমানে চারটি প্রকল্পের গড় অগ্রগতি প্রায় ৭০ শতাংশ বলে দাবি করছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

কুমারখালী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবীব চৌহান এই অব্যবস্থাপনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সঠিক তদারকির অভাবেই কাজে চরম অনিয়ম ও গাফিলতি হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বিলম্বের বিষয়টি স্বীকার করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্বপন শেখ জানান, অভ্যন্তরীণ জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও স্থান-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কাজে দেরি হয়েছে এবং সময় বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে আবেদন করা হয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে কুমারখালী পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা আখতার বলেন, জনবল সংকটসহ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এতদিন নিবিড় তদারকি করা সম্ভব হয়নি। শিশুমৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই গাফিলতির জন্য ঠিকাদারকে ইতোমধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং এখন থেকে প্রকল্পগুলোর কাজ কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

কুষ্টিয়ার সংবাদপত্র জগতের নির্ভরতার নাম ইউসুফ আলী

ভোরের আলো ফোটার আগেই কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এলাকায় শুরু হয় কর্মব্যস্ততা। পত্রিকার বাণ্ডিল গোছানো, হকারদের মাঝে বণ্টন

এবং বিভিন্ন রুটে পাঠানোর প্রস্তুতি সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট ইউসুফ আলী। ১৯৭২ সাল থেকে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই মানুষটি কুষ্টিয়ার পত্রিকা পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থার এক পরিচিত নাম।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে সংবাদপত্র ছিল মানুষের তথ্য ও সচেতনতার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা সীমিত থাকলেও সংবাদপত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজে ছিল দায়বদ্ধতা ও আন্তরিকতা। ইউসুফ আলীর পথচলাও শুরু হয়েছিল সেই সময় থেকেই।

মঙ্গলবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, ইউসুফ আলী পত্রিকার বাণ্ডিল গোছাতে ব্যস্ত। হকারদের বুঝিয়ে দেওয়া, টাকা গ্রহণ এবং হিসাব খাতায় লিপিবদ্ধ করার কাজও নিজ হাতে করছেন তিনি।

কথা হলে ইউসুফ আলী জানান, ১৯৭২ সালে তিনি পত্রিকার হকার হিসেবে কাজ শুরু করেন। সে সময় দেশের জনপ্রিয় দৈনিকগুলোর মধ্যে ছিল ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, গণকণ্ঠ, সংবাদ, দৈনিক বাংলা, দৈনিক আজাদ এবং ইংরেজি দৈনিক অবজারভার। এসব পত্রিকা নিয়মিত পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তিনি।

তৎকালীন সময়ে ঢাকায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো প্রথমে বিমানে করে যশোরে আনা হতো। পরে যশোর থেকে ট্রেনে কুষ্টিয়ায় পৌঁছাত। গভীর রাত কিংবা ভোরে স্টেশনে গিয়ে পত্রিকার বাণ্ডিল সংগ্রহ করে তা দ্রুত বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সেই সংগ্রামী সময়ের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ইউসুফ আলী।

প্রথমদিকে হকার হিসেবে কাজ করলেও ধীরে ধীরে নিজের সততা, নিষ্ঠা ও শ্রমের মাধ্যমে সংবাদপত্র ব্যবসায় একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেন তিনি। সাপ্তাহিক পত্রিকা সরবরাহের মাধ্যমে কাজের পরিধি বাড়িয়ে পরবর্তীতে জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার এজেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে এজেন্সি কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের পরিবেশনা ও বিপণনের দায়িত্বও যুক্ত হয় তার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

স্থানীয়ভাবে জানা যায়, ইউসুফ আলীর এজেন্সির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া শহরসহ আশপাশের বিভিন্ন উপজেলায় সংবাদপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তার অধীনে কাজ করে বহু হকার ও কর্মচারী জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেয়েছেন। অনেকেই পরবর্তীতে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং নিজ নিজ পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনেও সফল ইউসুফ আলী। তিন মেয়ে ও এক ছেলের জনক তিনি। পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন এবং সবার বিয়ে সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি একটি আদর্শ ও সুখী পরিবারের অভিভাবক হিসেবে পরিচিত। পরিবারে রয়েছে পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধের চর্চা, যা তাকে আরও সম্মানিত করেছে স্থানীয় সমাজে।

প্রবীণ এই সংবাদপত্র ব্যবসায়ীর মতে, একসময় পত্রিকার জন্য মানুষের আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। ভোরে পত্রিকা হাতে না পেলে অনেক পাঠক অপেক্ষা করতেন। রাজনৈতিক সংবাদ, খেলাধুলা, সাহিত্য, চাকরির খবর কিংবা সম্পাদকীয় পড়ার জন্য আলাদা আগ্রহ ছিল পাঠকদের মধ্যে। বর্তমানে অনলাইন গণমাধ্যমের প্রসার বাড়লেও এখনও অনেক পাঠকের কাছে ছাপা পত্রিকার আবেদন অটুট রয়েছে।

দীর্ঘ এই পথচলায় নানা প্রতিকূলতাও মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। বন্যা, পরিবহন সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সংবাদপত্র সরবরাহ বন্ধ রাখেননি তিনি। দায়িত্ববোধ ও পেশার প্রতি ভালোবাসাই তাকে আজও মানুষের কাছে অনুকরণীয় করে রেখেছে।

স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রশীদ চৌধুরী বলেন, “ইউসুফ আলী শুধু একজন পত্রিকা এজেন্ট নন, তিনি কুষ্টিয়ার সংবাদপত্র জগতের একটি নির্ভরতার নাম। দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সংবাদপত্র পরিবহনের কাজ করে যাচ্ছেন। তার মতো পরিশ্রমী মানুষদের কারণেই ভোরবেলায় পাঠকের হাতে পত্রিকা পৌঁছে যায়। সংবাদপত্র শিল্পে তার অবদান অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।”

দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি তারিকুল হক তারিক বলেন, “একসময় সংবাদপত্র পৌঁছে দেওয়া ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। সেই কঠিন সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইউসুফ আলী অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি শুধু নিজের কর্মজীবনই গড়ে তোলেননি, তার মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়েছে। নতুন প্রজন্মের জন্য তিনি পরিশ্রম ও সততার একটি অনুকরণীয় উদাহরণ।”

কুষ্টিয়ার সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষদের কাছে ইউসুফ আলী শুধু একজন পত্রিকা এজেন্ট নন, তিনি একটি ইতিহাসের অংশ। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সংবাদপত্র পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি

হয়ে উঠেছেন এই অঙ্গনের এক নীরব সংগ্রামী, পরিশ্রমী ও সফল ব্যক্তিত্ব।

কুষ্টিয়ায় টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় র্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ২ হাজার ৮৫০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে মূল আসামি কৌশলে পালিয়ে যায়।

র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার (১৮ মে) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র্যাব-১২ এর কুষ্টিয়া ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে সুলতান মালিথার বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের উঠানে মাদক কেনাবেচার সময় অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় মূল আসামি বলিদাপাড়া গ্রামের সুলতান মালিথার ছেলে দিপু মালিথা (২৮) পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে তার দুই সহযোগীকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মশান বাজার এলাকার ওবাইদুর রহমানের ছেলে ফাহিমুজ্জামান তুষার আব্দুল্লাহ (২১) এবং গোপালপুর এলাকার মৃত আউয়াল মোল্লার ছেলে আরিফুল মোল্লা (৩০)।

র্যাব জানায়, আটককৃতদের দেহ তল্লাশি ও ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ২ হাজার ৮৫০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটগুলো অবৈধভাবে বিক্রি ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সূত্রে আরও জানা যায়, টাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী নেশাজাতীয় ওষুধ, যা দীর্ঘদিন ধরে তরুণ সমাজের মধ্যে অপব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ধরনের মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত দুইজন এবং পলাতক দিপু মালিথার বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

কুষ্টিয়ায় “নিউ সু গার্ডেন” - এর উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় পরিমল টাওয়ার ও জেলা পরিষদ টাওয়ার মার্কেটের পর শহরের প্রাণকেন্দ্র থানার মোড়, এন এস রোড এলাকায় নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে “নিউ সু গার্ডেন”।

গতকাল শনিবার দুপুরে উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেন ব্যবসায়ী কল্যাণ মালিক সমিতির সভাপতি এসএম কাদেরী শাকিল, দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক মুক্তারুজ্জামান মুরাদ, পারভেজ মাজমাদার, মীম ফ্যাশানের স্বত্বাধিকারী রানা ইসলাম, সু গার্ডেন এর পরিচালক মিনারুল ইসলাম মনির, জিয়ারুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী, শুভানুধ্যায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সু গার্ডেন এর পরিচালক মিনারুল ইসলাম মনির, জিয়ারুল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়ায় পরিমল টাওয়ার ও জেলা পরিষদ টাওয়ার মার্কেটের পর শহরের প্রাণকেন্দ্র থানার মোড়, এন এস রোড এলাকায় নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে “নিউ সু গার্ডেন”। আমরা আশা করছি এখানো ক্রেতাদের বেশ ভালো সাড়া পাবে।

আধুনিক ডিজাইন, মানসম্মত পণ্য ও ক্রেতাবান্ধব সেবার মাধ্যমে “নিউ

সু গার্ডেন” কুষ্টিয়ার জুতার বাজারে নতুন মাত্রা যোগ করবে। উদ্বোধনের দিন থেকেই ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা নতুন প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করে বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ জানান, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের উন্নতমানের জুতা ও ফ্যাশন সামগ্রী সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উদ্বোধন শেষে দোয়া ও মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়।

কুষ্টিয়া মেডিকেলে চিকিৎসাসেবা নিয়ে চরম ভোগান্তি

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিয়ে চরম অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলেছেন রোগী ও তাদের স্বজনরা। তাদের দাবি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময় চিকিৎসকের দেখা মিলছে না। তবে সাধারণ রোগীদের অপেক্ষা করিয়ে রেখে ব্যক্তিগত পরিচিত বা বাইরের রোগীদের আগে সেবা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে গিয়ে দেখা যায় রোগীদের দীর্ঘ সারি। সেখানে আসা কয়েকজন রোগী অভিযোগ করেন, সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা মিলছে না। অথচ কিছু রোগী নিয়ম না মেনেই দ্রুত সেবা পাচ্ছেন। ক্যানসার আক্রান্ত এক নারীর স্বজন জানান, হাসপাতালে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ নেই। তাদের পাঠানো হয় বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের কাছে।

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর চিকিৎসক এসে লাইনে থাকা রোগীদের না দেখে তার পরিচিত কয়েকজনকে অন্য কক্ষে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে

দেখেন। ক্ষুব্ধ ওই স্বজন প্রশ্ন তোলেন, “ডাক্তার যদি রোগী না-ই দেখেন, তবে টিকিট দেওয়া হলো কেন?”

একই চিত্র দেখা যায় ১০১ নম্বর কক্ষের সামনে। এক ভুক্তভোগী জানান, আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. এস এম মাসুদুজ্জামান মাত্র কয়েকজন রোগী দেখেই কক্ষ ত্যাগ করেন। তিনি আর রোগী দেখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

তবে অব্যবস্থাপনার এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. আনোয়ারুল কবির। অভিযুক্ত চিকিৎসক ডা. মাসুদুজ্জামানের প্রশংসা করে তিনি বলেন, “তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীল চিকিৎসক। তার মতো ভালো ডাক্তার এই হাসপাতালে আর একজনও নেই।”

এদিকে প্রায় ১২ বছর পর হাসপাতালটি চালু হলেও এখনো সব বিভাগ চালু করা সম্ভব হয়নি। কারিগরি জনবলের অভাবে দীর্ঘদিনের পড়ে থাকা মূল্যবান যন্ত্রপাতিও সচল করা যাচ্ছে না। ল্যাব টেস্টের পূর্ণাঙ্গ সুবিধা না থাকায় রোগীদের বাধ্য হয়ে শহরের বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা দ্রুত এসব সমস্যার সমাধান করে হাসপাতালে স্বচ্ছতা, সমতা ও মানবিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

ইবির নতুন ভিসি অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) নতুন উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ

তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (সংশোধিত-২০১০)- এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী তাকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তার নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর অথবা অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত, এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে।

এতে আরও বলা হয়, উপাচার্য হিসেবে তিনি তার বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতাদি পাবেন এবং বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাকে সার্বক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর যেকোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ‘সাদা দল’-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও ইউট্যাবের কার্যনির্বাহী সদস্য। তিনি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও শিক্ষক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

এর আগে তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সাদ্দাম হোসেন হলের প্রভোস্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ড. মতিনুর রহমানের ৩৪টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নেপাল, ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, সুইডেন, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।

এর আগে জুলাই-পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে পরিবর্তনের গুঞ্জনের মধ্যে তার নাম ভিসি হিসেবে আলোচনায় আসে। একই সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ পদে দা‘ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইদ্রিস আলী এবং উপ-উপাচার্য পদে অধ্যাপক ড. এ এস এম শরফরাজ নওয়াজের নামও বিভিন্ন মহলে আলোচনায় রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলা, দুটি স্কেভেটরে আগুন

কুষ্টিয়ার খোকসায় চলমান খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলায় দুটি স্কেভেটরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পাঁচজন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার হেলিপট খানপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা এলাকায় ২ হাজার ৫০০ মিটার খাল খনন কাজের উদ্বোধন করেন আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। প্রকল্পটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে বুধবার গভীর রাতে একদল মুখোশধারী দুর্বৃত্ত হামলা চালায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা দুইটি চলন্ত স্কেভেটর থামিয়ে চালকসহ পাঁচজন শ্রমিককে মারধর করে। পরে তারা স্কেভেটরের ব্যাটারি খুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া শ্রমিকদের মোবাইল ফোন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা।

খবর পেয়ে খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে খোকসা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে কুষ্টিয়া জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা রেজিবুল ইসলাম বলেন, “গত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে অস্ত্রধারী মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। তারা মোবাইল ফোন, ব্যাটারিসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় এবং স্কেভেটরে আগুন ধরিয়ে দেয়।”

খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর বলেন, “এ প্রকল্পের কাজে কারও সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ ছিল না। কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। আরও দুই দিনের মধ্যেই খনন কাজ শেষ করা সম্ভব হতো। কিন্তু দুইটি স্কেভেটরে আগুন দেওয়ায় ব্যাপক

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।”

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, “ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।”

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে কুষ্টিয়ায় প্রেস ব্রিফিং

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড, খাল খনন, বৃক্ষরোপণ, নারীর জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা, কৃষি কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
সরকারের উন্নয়ন বার্তা তুলে ধরেন জেলা সিনিয়র তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে গৃহীত এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের ধারা আরও বেগবান হবে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাকির হোসেন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক আল মামুন সাগর, সদস্য সচিব এ এম জুবায়েদ রিপনসহ জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাকির হোসেন সরকারের উন্নয়ন

কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য ও প্রচার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সরকারের গৃহীত জনবান্ধব কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের ধারা আরও শক্তিশালী হবে।

এসময় গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।